দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 4 APR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

105

শিক্ষাঙ্গনে

নকল প্রবণতা ও প্রাসঙ্গিক কথা

সম্প্রতি যে হারে নকল করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই নকলকে কেন্দ্র করে গুলী, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, ভাঙ্গচুর এবং মৃত্যুর মতো ব্যাপারগুলো ঘটছে; তা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত লজ্জাকর এবং কলঙ্কময় ঘটনার সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, জাল সার্টিফিকেট এবং মার্কশীট বিক্রির মতো বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষাজগৎকে এমন এক ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা সত্যিকারের একজন আদর্শ এবং ন্যায়বান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক কারোই কাম্য নয়। এ ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা জগৎকে উদ্ধার এবং এরসঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক শিক্ষার্থীদের উপর। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি আর্থিক অনটনের মধ্যে ছাত্র সমাজ আজ চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত এবং দিশেহারা। তাই তারা যে কোন উপায়ে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহের ব্যাপারে নিজেদের মেধা, শ্রম এবং টাকা ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তারা এখন আর জ্ঞান অর্জনের জন্য মোটেই আগ্রহী নয়। ফল স্বরূপ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, নকল প্রতিযোগিতার এই ভয়াবহ প্রবণতা। যা কখনই একটি উন্নয়নকামী জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

বলা হয়ে থাকে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" কিন্তু জতির এ মেরুদণ্ড সুস্থ, সবল এবং মজবুত হচ্ছে না, কেন? সেকথা কি আমরা কখনো ভেবে দেখার চেষ্টা করছি? আজকাল প্রায়ই অভিযোগ করা হয়— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নেই।

সেখানে পড়াশুনা হয় না। এ ব্যাপারে সমস্ত দায়দায়িত্বের বোঝা শিক্ষক সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, শিক্ষক সমাজ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন না করে, অর্থ উপার্জনের জন্য নিজেদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখছেন। এ অভিযোগ অস্বীকার করা না গেলেও এর মূল কারণ কি আমরা কখনো তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি?

দেশের অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলো আজ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (স্কুল এবং মাদ্রাসা) সর্বনিম্ন বেতন স্কেল ৭০০/- টাকা। উক্ত স্কেলের একজন শিক্ষককে প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া হয় ২৮০ টাকা, তা-ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রতি মাসে বেতন দেয়ার ক্ষমতা সব প্রতিষ্ঠানের নেই। তিন মাস পর পর সরকারী অনুদান দেয়া হয়, সর্বসাকুল্যে ২,০৭০ টাকা; যা একজন চতুর্থশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর মাসিক বেতনের সমতুল্য। এমনিভাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যান্য স্কেল অনুযায়ী যে টাকা দেয়া হয়, তা এই দুর্মূল্যের বাজারে এত সামান্য যে, সংসার নির্বাহ করা একজন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব? সংসারের আর্থিক দুর্ভাবনা যাদের সার্বক্ষণিক সাথী, তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিক্ষার আলো পেতে পারে? দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে শিক্ষা খাতের ব্যয়কে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে সমাজে শিক্ষকের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, শিক্ষাকে মহান পেশা হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলতে না পারলে জাতির মেরুদণ্ডকে কখনই মজবুত করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি— যে শিক্ষানীতিতে কর্মীর হাত সৃষ্টি হবে, বেকার নয়।

জাহাঙ্গীর মাহমুদুল হক জাহাঙ্গীর